দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেতন জটিলতা দ্রুত নিরসন করা হউক

বেতন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের কর্মবিরতি অব্যাহত রহিয়াছে। তাহারা গত তিনদিন ধরিয়া এই কর্মসূচি চালাইয়া যাইতেছেন। এই তিন দিন তাহারা কলেজে উপস্থিত হইলেও কোনো কাজ করেন নাই। এই কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা হইতেছে না। দেশের ৩০৬টি সরকারি কলেজের প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষক এই কর্মসূচি পালন করিতেছেন। তাহাদের প্রধান দাবি অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের পদ ও বেতন স্কেলের যে অবনমন করা হইয়াছে তাহার সুরাহা এবং সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল করা। একই দাবিতে আগামী ১১ জানুয়ারি হইতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পূর্ণকালীন কর্মবিরতিতে যাইবার ঘোষণা দিয়াছেন। আবার ১১ জানুয়ারি হইতে ১৭ জানুয়ারি প্রতিদিন দুপুর ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত এরূপ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়াছে ২৬ ক্যাডার কর্মচারীসহ কৃষিবিদ, প্রকৌশলী ও চিকিৎসকগণও। অর্থাৎ নূতন বৎসরের শুরুতে বিভিন্ন পেশাজীবীর সরব আন্দোলনে অস্থিরতা নূতন মাত্রা লাভ করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

অবশ্য ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেতন জটিলতা দ্রুত নিরসনের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো দৃশ্যমান ও কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। ফলে বিশেষ করিয়া সরকারি কলেজগুলির শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসিয়া লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলে তাহাদের সমূহ ক্ষতিসাধিত হইবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কর্মবিরতিতে গেলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হইবে আরও বিশৃঙ্খলা। আমরা জানি, এই জটিলতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির অন্য সদস্যরা হইলেন- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী এবং অর্থবিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মাহবুব আহমেদ। এই কমিটিকে দ্রুত সংক্ষুব্ধ পক্ষগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া পে-স্কেল নিয়া অসন্তোষের কারণ চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন দিতে বলা হইয়াছে। তাই আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সহিত শীঘ্রই আলোচনা শুরু হওয়া উচিত।

সরকার মুদ্রাস্ফীতি তথা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সময়ে সময়ে সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরীজীবীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই কারণে এইবারও নূতন বেতন কাঠামো গঠন করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণকর পদক্ষেপ। বিশেষত এই সরকারের আমলে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে, ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হইয়াছে। তাই শতভাগ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি অযৌক্তিক নহে। স্বাভাবিক কারণে ইহাতে সংশ্লিষ্ট সকলের খুশী হইবার কথা ছিল। কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেড অবনমন এবং আশির দশক হইতে চলিয়া আসা সরকারি চাকুরীজীবীদের টাইম স্কেল এবং সিলেকশন গ্রেড রহিত করিবার কারণে একটি ভাল পদক্ষেপও শেষপর্যন্ত আজ প্রশ্নবিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আসলে এই কারণে অনেকে শুধু সম্মানের দিক হইতে নহে, আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া মনে করিতেছেন। বিভিন্ন পেশাজীবী যখন প্রকাশ্যে ইহার বিরোধিতা করিতেছেন এবং এইজন্য দলমত নির্বিশেষে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছেন, তখন ইহা অবশ্যই আমলে নেওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেলেরও সমাধান জরুরি। কেহ কেহ মনে করেন, ব্যাপক ভিত্তিতে প্রশাসনিক সংস্কার না করিয়াই বেতন কাঠামোতে এই দুইটি পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়ার কারণে এই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, ক্যাডার-ননক্যাডার, বিভিন্ন ক্যাডার ও স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্যমান বহুমুখী বৈষম্য দূর করিয়া ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিতে হইবে। অভিন্ন নিয়োগবিধি প্রণয়ন, নির্ধারিত সময়ে পদোন্নতি বা পরবর্তী স্কেলপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বিদ্যমান বৈষম্যের সামঞ্জস্যকরণ, গ্রেড সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পে-স্কেলের মডেল অনুসরণ ইত্যাদি বর্তমান সংকট নিরসনে কিছুটা হইলেও নিয়ামকের ভূমিকা পালন করিতে পারে। আমরা আশা করি, এই লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর নিকট সুনির্দিষ্ট ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালাসহ যথাশীঘ্র প্রতিবেদন জমা দিবেন।